দৈনিক বাংলা

তারিখ 18 JUL 1990 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

২

মহিলাদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ চাই ঃ ফার্স্ট লেডী

বগুড়া, ১৭ই জুলাই (বাসস) ফার্স্ট লেডী বেগম রওশন এরশাদ মহিলাদের প্রতি স্বনির্ভর হতে বর্তমানে বিদ্যমান সকল সুযোগ সুবিধা গ্রহণের আহবান জানান।

তিনি সমাজে একটি উত্তম অবস্থা নিশ্চিত করতে এবং জাতির জন্য সমৃদ্ধি অর্জনে মহিলাদের বৃত্তি প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ফার্স্ট লেডী

(প্রথম পৃঃ পর)

আরোপকরেন।

ফার্স্ট লেডী আজ এখানে স্টেশন লাইব্রেরী কমপ্লেক্স মিলনায়তনে সেনা পরিবার কল্যাণ সংস্থা, বগুড়া শাখার সার্টিফিকেট বিতরণী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সমিতির স্থানীয় চেয়ার-ম্যান বেগম নিলুফার ইসলাম, সাধারণ সম্পাদিকা বেগম সাজেদা খালেদও বক্তব্যরাখেন।

বেগম এরশাদ বলেন; সারা বিশ্বে মহিলারা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি বাংলাদেশের মহিলাদের প্রতি বিশ্বে তাদের সমপক্ষের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালানোর আহবানজানান।

তিনি বলেন, উন্নয়নের কোন সংক্ষিপ্ত পথ নেই। একে ত্যাগ ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জন করতে হবে। বেগম এরশাদ বলেন, সরকার মহিলাদের জন্য বহু উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

তিনি যৌতুক বিরোধী ব্যবস্থা, এসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা, পরিবার আদালত গঠন, মহিলা সমবায় স্থাপন এবং গ্রামের মেয়েদের জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনাবেতনে শিক্ষাসহ সরকারের নেয়া পদক্ষেপ-গুলোর উল্লেখ করেন।

মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন, একজন শিক্ষিত মা তার পরিবারের কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে।

বেগম রওশন এরশাদ মায়েদের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিবারের আদর্শ জনপ্রিয় করারও আহবান জানান।

তিনি বলেন, শিক্ষিত মহিলারা কয়েকটি রোগ হতে শিশুদের রক্ষা করতে পিছনে পড়ে থাকা মহিলাদের মধ্যে পুষ্টির বিভিন্ন দিক ও ইপিআইর উপর সচেতনতা সৃষ্টিতে সাহায্য করা উচিত।

তিনি শিশুদের সুস্থ স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে তাদের পর্যাপ্ত ভিটামিন দিতে মায়েদের পরামর্শ দেন।

ফার্স্ট লেডী সেনা পরিবার কল্যাণ সমিতির প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলাদের প্রতি তাদের পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা আনতে তাদের দক্ষতা ব্যবহারের আহবানজানান।

বেগম এরশাদ সমিতিকে ১০টি সেলাই কল দান করেন।

ফার্স্ট লেডী বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশি-ক্ষণ প্রাপ্ত ১০০ জন মহিলার মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন।

ফার্স্ট লেডী পরে শিশুদের একটি বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

বেগম এরশাদ এর আগে বগুড়া সেনানিবাসে উপস্থিত হলে এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল রফিকুল ইসলাম ও তার স্ত্রী তাকে অভ্যর্থনা জানান। স্কুলের ছেলেমেয়েরা রাস্তার দু পাশে দাঁড়িয়ে ফার্স্ট লেডীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানায়।

বেগম এরশাদ কয়েকটি শিশুকে পলিও টিকা দিয়ে সেনানিবাসে ইপি-আইও উদ্বোধন করেন।

পরে তিনি সেনানিবাসের লেকে মাছের পোনা ছাড়েন এবং বীথিকায় একটি চেরীর চারা রোপণ করেন।